চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২২ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

শুলকবহর ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র বিতরণকালে মেয়র
উন্নয়ন অগগতির অদম্য শক্তিকে থামিয়ে
দেয়ার অপচেষ্টা রুখতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদণ্ডে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ ধারা অব্যহত রাখতে পারলে আগামী ২০৪১সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত দেশের কাতারে স্থান পাবে। বাংলাদেশের অগ্রগতির এ অদম্য ধারাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য একটি মহল দেশে-বিদেশে ষড়যন্ত্রের লিপ্ত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতা-কর্মীরা যতদিন জীবিত থাকবে এই ষড়যন্ত্র তারা রুখে দাঁড়াবে এবং ষড়যন্ত্র কারীদের এই ঘৃন্য অপচেষ্টা কোনদিন সফল হতে দেবে না। আজ শনিবার সকালে মুরাদপুরস্থ একটি কমিউনিটি সেন্টারে জনক-জননী ওলেফয়োর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

জনক-জননী ওয়লেফয়োর ফাউন্ডেশনের নির্বাহী ফরিদ মাহমুদের সভাপতিত্বে শুলকবহর ওর্য়াড আওয়ামী লীগরে সাধারণ সম্পাদক শেখ সরওয়ার্দীর পরচিালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বশিষে অতথিরি বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এম. আশরাফুল আলম, নূর মোস্তফা টিনু, শুলকবহর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আতিকুর রহমান, যুবলীগ নেতা শখে নাছির আহমদ, দেলোয়ার হোসেন দেলু, হাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম, হোসেন সরওয়ার্দী, আশরাফুল গনি, আকতার ফারুক, তৌহিদুল আনোয়ার সেনটু, এস.এম ওয়াজদে প্রমুখ।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী আরো বলেন, তীব্র শীত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভোগান্তিতে ফেলে ও অসহায় করে তোলে। তাই হতদরিদ্র শীতার্তদের প্রতি সহানুভূতির হাত সম্প্রসারিত করে তাদের পাশে দাঁড়ানো সকলের নৈতিক দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। এই শীতগ্রস্থ মানুষের সাহায্য ও সেবা করাই মানবতা। এ মানবতার দায়িত্ব বোধ থেকে জনক-জননী ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ শীতার্ত মানুষের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে তাদেরকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

এছাড়াও মেয়র আরো বলেন, করোনা সংক্রমনের নতুন ধরন অমিক্রন মোকাবেলায় নগরবাসীকে সচেতন হতে হবে এবং সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলাচল করে মাস্ক পরাসহ বুস্টার ডোজ গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে। আমরা সচেতন হলেই এই মহামারি থেকে রক্ষা পাবো। পরে তিনি জনক-জননী ওলেফয়োর ফাউন্ডেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত
সরকারি নিষেধাজ্ঞা না মেনে খাবার পরিবেশন করায়
নগরীর বিভিন্ন রেষ্টুনেন্টকে ৪৪ হাজার টাকা জরিমান

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে আজ শনিবার মহানগর এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসকি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে এই মোবাইল র্কোট কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণের লক্ষে সরকার ঘোষিত বিধিনিষেধ না মানায় ও গ্রাহকদের টিকা সনদ না দেখে রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন করায় আগ্রাবাদস্থ সেন্ট মার্টিন হোটেলের বনেদি রেস্টুরেন্টকে ৫ হাজার, সিলভার স্পুনকে ৫ হাজার, দি কপার চমিনীকে ৫ হাজার, কাচ্চি ডাইনকে ৫ হাজার, ওরিয়েন্ট রেস্টুরেন্টকে ৫ হাজার ওয়াসা মোড়ে কুটুম বাড়ি রেস্টুরেন্টকে ৫ হাজার, গ্র্যান্ড মোগলকে ৫ হাজার, দামপাড়াস্থ হান্ডিকে ৫ হাজার, দাবাকে ৩ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ১২ টি মামলা রুজু পূর্বক ৪৪ হাজার ২ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এই সময় গ্রাহকদের টিকা সনদ ও মাস্ক পরার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য রেস্টুরেন্ট মালিকদের নিদর্শনা প্রদান করা হয় এবং জনসাধারণকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিষয়েও সচেতন করা হয়। এ সময় ম্যাজস্ট্রিটেকে সহায়তা করনে সটিি র্কপোরশেনরে র্কমকর্তা-র্কমচারী ও মট্রোপলটিন পুলশি ।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩